চামেলী মেমসাহেব

ঃ চামেলী মেমসাহেব ঃ

চিত্রনাট্য—ইন্দর সেন সঙ্গীত - ভূপেন হাজারিকা

গীতরচনা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে, ঊষা মঙ্গেশকর আরতি মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন হাজারিকা।

শ্রেষ্ঠাংশে—রাখী গুলজার, জর্জ বেকার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, নিমু ভৌমিক, চিন্ময় রায়, গীতা দে, সংহিতা মুখোপাধ্যায় কুমকুম মুখোপাধ্যায় তপতী ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে।

কাহিনী—আসামের এক চা বাগান। জর্জ বার্কলে এই বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। পাঁচ বছর আগে ম্যানেজারী ছেড়ে দিয়ে এখন একা নতুন একটা বাংলোয় থাকেন। বাগানেয় কোন লোকজনের সঙ্গে কোন মেলামেশা নেই মিঃ বার্কলের সবাই ভয় করে জর্জ বার্কলেকে। নানা রকম কথা শোনা যায় মিঃ বার্কলে সম্পর্কে। কেউ বলে বার্কলে তার স্ত্রী চামেলীকে খুন করেছে। অপমৃত্যুর পর থেকেই পুরোন বাংলোয় বার্কেলের স্ত্রী প্রেতআত্মাকে নাকি দেখা যায়। সন্ধ্যে হলেই যে যার কোয়াটারে চলে যায়। বাইরে কেউ থাকে না। সারা বাগানে জর্জ বার্কলে আর তার মৃত স্ত্রীকে নিয়ে একটা আতঙ্ক। মিঃ বার্কলে সম্পর্কে এই বাগানের নতুন ডাক্তার প্রদীপ্ত সেনের দিন দিন কৌতুহল বেড়েই চলে। ডাঃ সেন একদিন রাত্তিরে বার্কে'লের স্ত্রী চামেলীর কবরের কাছে দেখেন যে বার্ক'লে তার মৃত স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছে, 'চামেলী লোকে বলে আমি তোমাকে খুন করেছি. কিন্তু তুমি তো জান—তোমার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী নই'। পরের দিন ডাঃ সেন জর্জ' বার্কে'লের সঙ্গে আলাপ করেন, কথায় কথায় বার্ক'লে জানায় তার কাহিনী। অনেক দিন আগে এই বাগানের এক সর্দ্দারের মেয়েকে বার্ক'লে ভালবেসে বিয়ে করেন। বিয়ে করার পর বাগানের তথাকথিত উচ্চ সমাজ বার্ক'লের সঙ্গে সম্পর্ক' ছেদ করে। সমাজ না মানলেও তিনি চামেলীকে নিজের স্ত্রী বলে মেনে নিয়েছিলেন। হঠাৎ

একদিন বার্কলে জানতে পারেন যে চামেলী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছে। চামেলী তখন অন্তঃস্বত্বা। কিছুদিন বাদেই চামেলীর এক কন্যা সন্তান জন্মায়। মেয়ের নাম রাখা হয় মিলি। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জন্মের পর থেকেই মিলিকে চামেলীর কাছ থেকে আলাদা করে রেখে দেয় বার্কলে। মা মেয়েকে একদিনের জন্যেও কাছে পায় না। পিতৃ স্নেহে কঠোর বার্কলে শুধু দূর থেকে মেয়েকে দেখার অনুমতি দেয় চামেলীকে। চামেলীর কাতর অনুনয় বিনয় শোনে না বার্কলে। দুঃখে অভিমানে চামেলী একদিন আত্ম-হত্যা করে। সেই থেকে লোকের ধারণা জন্মায় বার্কলে নিজেই হত্যা করেছে চামেলীকে। ডাঃ সেন প্রশ্ন করেন - 'এতো লোকের কুৎসা রটনার পর কেন আপনি এখানে পড়ে আছেন, চাকরীও যখন নেই'? বার্কলে ডাঃ সেনকে নিয়ে পাশের ঘরে যান। ডাঃ সেন দেখেন একটা খাটে পাঁচ বছরের মেয়ে মিলি ঘুমুচ্ছে। মিলির পায়ে কুষ্ঠের চিহ্ন। কাঁদতে কাঁদতে বার্কলে বলেন, ডাঃ সেন এই ছোট্ট শিশুটার জন্যে যেতে পারছি না, জানিনা কি দোষ করেছি ভগবানের কাছে আমি, যে আমার মেয়েও এই রোগ হয়েছে। আমার হোল না কেন বলতে পারেন?

পরে পর্দায় দেখুন—

গান-১—ও বিদেশী তাকাও সামনে তোমার
দেখবে একই আকাশ একই পাহাড় মাটিতেও নেই ব্যবধান।
তোমার দুহাত আছে দাও বাড়িয়ে
তোমারও হৃদয় আছে দাও মিলিয়ে, মানুষে মানুষে নেই ব্যবধান।
প্রেমের সাগরে জাহাজ ভাসালে, সহজে মেলে বন্দর
বন্ধুর অনুরাগ দেয় ভরিয়ে নিঃসঙ্গ অন্তর।
মনের মানুষকে মনতো কখনো চিনিতে করে না ভুল
স্বর্গের পারিজাত হয় যে কখন একটি চামেলী ফুল।

গান-২ — আসমে দেশের মেয়ে আমি চামেলী ঝুমুর ঝুমুর নাচি আমি খেয়ালী
দুটি পাতা একটি কুঁড়ির গীতালী রেশমী না গো আমার নাম চামেলী

শিরীষ গাছের পাতার ফাঁকে রোদের আলো ঝিলিমিলি
আমার রূপে পাগল হয় কেন সকলি, চম্পা না গো আমার নাম চামেলী
বারো মাসের বারো ফুল ভাদর মাসের কেতকী
আমি ধরা নাহি দিলে, আমায় ধরা যেত কি?
চায়ের পাতার বাগিচার সহেলী মহাদেবেরে বেটী আমি চামেলী
হাঁস হয়ে ভাসব ও নাগর তোমার প্রেমের পুকুরে পায়রা হয়ে বসবো ঘরের চালে
ঘাস হয়ে ঝরবো ও নাগর তোমার ডাগর শরীরে
মাছি হয়ে চুমু দেব গালে। (আরে ও পাগলী)
পাগলী না গো আমার নাম চামেলী
সুতো হয়ে থাকব ও নাগর তোমার কোমর জড়িয়ে
দুলবো আমি দোদুল দোদুল তালে
ঘুম হয়ে থাকব ও নাগর চোখের পাতায় জড়িয়ে চুপি চুপি যাব নিশাকালে

গান-৩—জিগ জাগিজং ওগিজং—যাও
বশীকরণ কাজল চোখে পিঠে দোলে চুল গো
যৌবনেরই আঙিনায় ওড়ে গাঁদা ফুল গো।
দেখিতে যেন পরী চুল বাঁধা খোঁপা করি
হাতে শাখা চুড়ি ঝলকায় রাজহংসী চলে মরি মরি
গাছের মাঝে তুলসী, পাতার মাঝে পান, আরে নারীর মাঝে চামেলী পুরুষ সাবধান
আমি যদি হতাম সখী চামেলী মেমসাহেব
বিলেত হত শ্বশুর বাড়ী পুরতো মনের সাধ
এইতো আমি সেজেছি আজ গোরা সাহেব বর
কোট প্যান্টুলন মাথায় টুপি আমি কি তোর পর?
কাক যদি ময়ুর পাখা গায়ে পরে রয়, তবু সেতো কাকই থাকে ময়ুর কভু নয়।
পাকিল ফুটিল ডালিম লোকে তোরে খায়রে
শালা এদেশে পণ্ডিত নাই কে তোরে বোঝায়রে।
শিশির কি ফোটে ফুল বিনা বরিষণে, পিরীতে কি মজে মন বিনা পরশনে।

গান- —কখ গঘ চছ জঝ এবি সিডি নিয়ে গো—
লেখাপড়া শিখবে সোনা, ইস্কুলেতে গিয়ে গো—
বাগান ভরা বাছারা সব যাবে সোনার সাথেরে
জুতো পরে জামা পরে বই নিয়ে হাতে রে
দুটি পাতা একটি কুঁড়ি ছাড়া কিছুই শিখিনি
পাতা তুলেই জনম গেল কলম তুলে লিখিনি—
এবার আমার সোনা হবে বাগানের ম্যানেজার গো
মজুরেরা বন্ধু হলে মান যাবে না তার গো—
মাকে ভালো বাসবে সোনা দেবে হাজার চুমোরে
মায়ের এ বুক উঠবে ভরে সোনা মনির ঘুমোরে—
গান-৫—হাওয়া নেই বাতাস নেই স্বর্গেতে সুখ নেই
তুই বিনা কেমন রহিব, কি করে সাগর হব পার
সোনা আমার স্বপন আমার বুকে তোরে পাব কি?
চোখের দেখায় আশ মেটেনা তুই বিনা জীবন ফাঁকি।
সুখ নেই আছে হাহাকার—
হঠাৎ ঝড়ে হারানো পথ পথে যেতে বারেবার
শুধু মরু ধূ ধূ করে চারিদিকে অন্ধকার
তোর কাছে কেমন করে বলনা যেতে পারি
আমি যদি হতাম পাখী ডানা মেলে দিতাম পাড়ি।

— প্রাপ্তিস্থান —
বরাকা বুক ষ্টল
৯২/এ, জি. টি. রোড, (সন্ধ্যাবাজার)
হাওড়া-১।

মূল্য— ৬০ পয়সা